কাইফি আজমি (১৯১৮ - ২০০২)

সাগর ঝিাস

কাইফি আজমী চলে গেলেন। শুত্রবার, ১০ই মে, সকাল ৬-৪০ মিনিটে যশলোক হাসপাতালে তাঁর শেষ নিশ্বাস বাতাসে মিশে গেল। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। সে দিক থেকে খুব অসময়ে গেলেন বলা যায়না। কিন্তু যে সময়ে গেলেন সে সময়টাতে এ দেশের আকাশ 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল' -এ বিদীর্ণ হচ্ছে, রাজধর্ম লুণ্ঠিত, রাষ্ট্রশক্তির প্রচ্ছন্ন সহায়তায় পুষ্ট অত্যাচারীর খড়্গকৃপান তার আবহমান গেলরবের পতাকা ছিন্নভিন্ন করে পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। এমন এক দুঃসময়ে, যখন মনুষ্যত্বের বিবেক জাগ্রত রাখার সময়। কাইফি সারাজীবন সেই বিবেক জাগিয়ে রেখেছিলেন।

জন্মেছিলেন উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলার মিজোয়ানে (১৯১৮)। মাত্র ১১ বছর বয়সে অসাধারণ সব গজল লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে পড়াশোনা ছেড়ে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯ বছর বয়সে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে পার্টির মুখপত্র 'কওমি জং' -এ নিয়মিত লিখতে শু করেন। প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশানের তিনি ছিলেন সক্রিয় কর্মী। সুধী প্রধানের লেখায় দেখা যাচ্ছে সেই ১৯৪৫ সালে হায়দ্রাবাদ সম্মেলনে অ্যাসোসিয়েশানের উর্দু শাখা সমকালীন প্রগতিবাদী উর্দু লেখকদের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে। এই সময়ে কাইফিকে দেখা যাচ্ছে আলি সর্দার জাফরির সঙ্গে উর্দু সাহিত্যের এক প্রায় পরিত্যক্ত কাঠামোকে পুনরুদ্ধার করার কাজে ব্যস্ত। যে স্টাইলে ফেরদৌসীর 'শাহনামা' লেখা হয়েছিল, মির মরমী কবিতায় যার ধ্রুপদী প্রতিফলন সেই মসনবী কাঠামোর পুনরুদ্ধার। এদেশে উর্দু কবিরা সাধারণত এই আঙ্গিকে পকথাধর্মী প্রেমের গল্প লিখতেন। কাইফি এবং জাফরি দেখালেন, রাজা রাজড়া বা হুরি পরিদের বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষকে অবলম্বন করেও মসনবী লেখা যায়। কাইফি লিখলেন 'ইলেকশাননামা' সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মসনবী। ২৬-২৭ বছরের যুবক কমিউনিস্ট কবির

চোখে তখন অনেক স্বপ্নের মায়া, অনেক প্রতিবাদের ছায়া।

'আওয়াজ সিজদে', 'ঝংকার', 'আখির-ই-শাহ', প্রভৃতি প্রতিটি কাব্য গ্রন্থে এই স্বপ্ন ও প্রতিবাদের ছবি দৃশ্যমান। ভালোবাসা ও সৌন্দর্যানুভূতি তাঁর কবি সত্তার অন্যতম নিয়ন্ত্রক উপাদান। আর জীবনের যেখানেই সেই সৌন্দর্যের হানি, সেখানেই তিনি প্রতিবাদী ।'পদ্মশ্রী' উপেক্ষা করেছিলেন উর্দু ভাষার প্রতি সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্য।

'ঘনেরি জুলফো কি ছাওমে মুসকুরাকে ছুপা হি লগি'- কাইফির-এ পংক্তি অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথের 'তব অঞ্চল ছায়ে মোরে রহিবে ঢাকি' মনে করিয়ে দেয়। 'সুরখ্ আঁখো কি কসম, কাপতি পালকো কি কসম থরথরাতে হুয়ে, আঁসু নহি দেখে যাতে' (তোমারনিদ্রাহীন চোখের লালিমা আর কম্পমান আখিপল্লবের শপথ নিয়ে বলতে পারি পতনোন্মুখ ওই জল আমি দেখতে পারিনা) এমন মরমী অভিব্যক্তি তাঁর কবিতা ও গানের ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত। সাম্যবাদী কবি সোভিয়েতর পতনে বিচলিত হন, দেশের অভ্যন্তরে সাম্যবাদী দলের বৈসম্যে বিমর্ষ হন, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিকতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেননা। আশ্রয়ের জন্য মানুষের আকুতি ও অনুসন্ধান চমৎকার ফুটে ওঠে 'মকান'-এ। শোষিত মানুষের দুঃখবেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবাদের প্রতিফলন তাঁর কবিতার আর এক ঐর্ষ। মৃত্যুর পরে স্টেটস্ম্যান তাঁকে সদর্থেই বলেছে Crusader for the downtrodden বস্তুত, রবীন্দ্রমানসের মতোই মানুষের জীবন ও তার অনুভব জগতে এমন কোনও দিক নেই যা কাইফি তাঁর গজলে স্পর্শ করেননি। . এদিক থেকে তিনি ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসাধক। এ দেশের উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম চির অম্লান হয়ে থাকবে। কারণ ভারতীয় উর্দু সাহিত্যে তিনি কেবল আধুনিকতার জনকই নন, তাকে নিজের হাতে সাবালক করে গেছেন কাইফি। সাহিত্য আকাদেমি সম্প্রতি তাঁকে উর্দু সাহিত্যে জীবন ব্যাপী অবদানের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করে।

এই উপমহাদেশে ধর্মকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক হানাহানির বর্বরতা মানবতাবাদী এই কবিকে প্রতিনিয়ত বিচলিত ও বিধবস্ত করেছে। তাঁর 'ইবন-এ-মরিয়ম' এ সেই মানসিক যন্ত্রণা প্রতিফলিত।

গুজরাটে সংঘঠিত তান্ডব ও গণহত্যার প্রতিবাদে সেখানকার এক উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা হর্ষ মান্দার যেমন ' এই গ্লানি বহন করতে পারছিনা' বলে পদত্যাগ করলেন, তেমনি ভাবেই হয়তো ২৮ মার্চ ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট ঢুকে কাইফি আর কোনোদিন স্বস্থানে ফিরে এলেন না। চিকিৎসকেরা চেষ্টার ত্রুটি করেননি, কিন্তু হতাশা আর যন্ত্রণায় কাতর কবি মনুষ্যত্বের জীবন্ত সমাধি দেখার চরম গ্লানি বোধ হয় আর সইতে পারলেন না। তাই বুঝি টাইম্স অফ ইন্ডিয়া লিখল, Death was Kaifi Azmi's last protest.

'ইতনে দিওয়ানে কঁহাসে মেরে ঘর মে আয়ে

পাঁও সরযূ মে অভি রাম নে ধোয়ে ভি না থে
কে নজর আয়ে উহাহ্ খুনকে ঘেরে ধারে
রাম ইয়ে কহতে হুয়ে আপনে দ্বার সে উঠে
রাজধানী কি ফিজা আয়ি নহি রাস মুঝে
৬ ডিসেম্বর কো মিলা দুসরা বনবাস মুঝে--'(দুসরা বনবাস)
১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর লেখা এ কবিতায় পরিষ্কার ফুটে ওঠে হতাশা- দীর্ণ, বেদনামথিত এক মানবিক কবিসত্তা।

আন্ধেরীর সমাধিভূমে মানবতা ও সাম্যের পুজারী , ভারতীয় সভ্যতার জাগ্রত বিবেক কাইফি আজমি এখন চিরনিদ্রায় শায়িত। তার সমাধিপাশে জেগে রইলেন পত্নী শৌকত, পুত্র বাবা আর প্রতিবাদী পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে অগ্নিকন্যা শাবানা আজমি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com